রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ—

২০২৬ সনের ৬২ নং আইন

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইলঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনের কতিপয় শব্দের সংশোধন।—উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর সর্বত্র উল্লিখিত "মহিলা", "মহিলাদের" ও "মহিলাকে" শব্দগুলোর পরিবর্তে যথাক্রমে, "নারী", "নারীদের" ও "নারীকে" শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। ১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২ এর—

(ক) দফা (ডড) বিলুপ্ত হইবে;

মূল্য : টাকা ৪.০০

(খ) দফা (ঢ) এর প্রান্তস্থিত ";" সেমিকোলন চিহ্নের পরিবর্তে "।" দাঁড়ি চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) দফা (ণ) বিলুপ্ত হইবে;

৪। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনে নূতন ধারা ১৩ঘ ও ১৩ঙ এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩গ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৩ঘ ও ১৩ঙ সন্নিবেশ হইবে, যথা:—

"১৩ঘ। **বিশেষ পরিস্থিতিতে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের অপসারণের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা।**—এই আইনের অন্যান্য বিধানে কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে বা জনস্বার্থে, যে কোনো বা সকল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বা অন্যান্য সদস্যগণকে অপসারণ করিতে পারিবে।

১৩ঙ। **বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রশাসক নিয়োগ ও কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে বা জনস্বার্থে, যে কোনো উপজেলা পরিষদে উহার কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে একজন উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত উপযুক্ত কর্মকর্তাকে পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, যথাযথ বলিয়া বিবেচিত হয় এমন সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে প্রশাসকের কর্ম সম্পাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) উপধারা (১) অনুযায়ী নিযুক্ত প্রশাসক এবং উপধারা (২) অনুযায়ী নিযুক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ, যদি থাকে, যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।"।

৫। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ১৬ক এর বিলুপ্তি।**—উক্ত আইন এর ধারা ১৬ক বিলুপ্ত হইবে।

৬। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ২০ এর—উপ-ধারা (২) এর দফা (গগ) বিলুপ্ত হইবে।

৭। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ৩ নং অধ্যাদেশ) এবং উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৪৯ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত অধ্যাদেশ দুইটির অধীন কৃত বা গৃহীত ব্যবস্থা বৈধভাবে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd